দৈনিক ইনকিলাব

JUN 06 2002

তারিখ ... ...
পৃষ্ঠা ২০ কলাম ৬

সাতক্ষীরা সরকারী কলেজের ত্রিতল ভবন নির্মাণে ব্যাপক অনিয়মের অভিযোগ

সাতক্ষীরা জেলা সংবাদদাতা ঃ নির্বাচিত কলেজসমূহের ত্রিতল একাডেমিক ভবনের নির্মাণের আওতাধীন সাতক্ষীরা সরকারী কলেজের ৫৪ লাখ টাকা ব্যয়ে নির্মাণাধীন ভবনের নির্মাণকাজে একাধিক অনিয়মের অভিযোগ উঠেছে। সরকারী নিয়ম মোতাবেক সাতক্ষীরার ফ্যাসিলিটিজ বিভাগ সরকারী কলেজের ত্রিতল ভবনের নির্মাণকাজ শুরু করে। এই নির্মাণ প্রকল্পের বাস্তবায়ন কমিটির চেয়ারম্যান মনোনীত হন সরকারী কলেজের অধ্যক্ষ প্রফেসর মোকাররম আলী। নির্মাণকাজটি নিয়মমাফিক পায় খুলনার মাহার ট্রেডার্স। মাহার ট্রেডার্সের ঠিকাদার যথারীতি নির্মাণকাজ শুরু করেন সাতক্ষীরার ফ্যাসিলিটিজ বিভাগের উপসহকারী প্রকৌশলী আবদুল হাইয়ের তত্ত্বাবধানে। কিন্তু কাজ শুরুর প্রথম থেকেই অভিযোগ ওঠে যে, সিডিউল মোতাবেক ভবন নির্মাণ হচ্ছে না। এই অভিযোগ সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ জানতে পেরে সম্প্রতি খুলনা থেকে প্রকৌশলী এসে অভিযোগের সত্যতা পেয়ে নির্মাণ করা ভবনের সিঁড়িসহ একাধিক স্থান ভেঙ্গে ফেলেন। এরপর প্রথম তলা নির্মাণের পর প্রথম ছাদ ঢালাইয়ের সময় প্রয়োজনীয় উপকরণ ব্যবহার করা হয়নি বলে নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক একজন নির্মাণ শ্রমিক জানান। এভাবে ত্রিতল ভবন নির্মাণ চলাকালীন এই সংবাদদাতা সরকারী কলেজের অধ্যক্ষপ্রকল্প বাস্তবায়ন কমিটির চেয়ারম্যান প্রফেসর মোকাররম আলীর সাথে যোগাযোগ করলে তিনি তার কক্ষে সংশ্লিষ্ট ঠিকাদার, উপসহকারী প্রকৌশলী এবং সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিদের উপস্থিতিতে বলেন, তিনি কলেজের ত্রিতল ভবন নির্মাণকাজের চেয়ারম্যান হলেও ঠিকাদার ও প্রকৌশলী কলেজ কর্তৃপক্ষের কাউকে কিছু না জানিয়েই নির্মাণকাজ চালিয়ে যাচ্ছে। অধ্যক্ষ মোকাররম আলী বলেন, তার কলেজের ভবন নির্মাণ কিভাবে কখন ঢালাই বা অন্যান্য কাজ করা হচ্ছে তা প্রকল্প বাস্তবায়ন কমিটিকে জানানো হচ্ছে না। তিনি প্রশ্ন করেন, বাস্তবায়ন কমিটির অগোচরে কিভাবে ঠিকাদার এবং প্রকৌশলীরা নির্মাণকাজ করছে তা অজ্ঞাত।

অভিজ্ঞ মহলের ধারণা, ৫৪ লাখ টাকার ত্রিতল ভবনের নির্মাণকাজে মারাত্মক ধাপলা করা হচ্ছে। ব্যাপারটি খতিয়ে দেখার জন্য কলেজ কর্তৃপক্ষ দাবী করেন। এ ব্যাপারে সাতক্ষীরা ফ্যাসিলিটিজ বিভাগের নির্বাহী প্রকৌশলীর সাথে যোগাযোগ করলে তিনি কোন মন্তব্য করতে অস্বীকার করেন। বিশ্বস্ত সূত্রে জানা গেছে, ভবন নির্মাণে সিডিউল মোতাবেক উপকরণ ব্যবহার করা হয়নি। ফলে ভবনের স্থায়িত্ব নিয়ে আশংকা হচ্ছে।

অপরদিকে ফ্যাসিলিটিজ বিভাগের তত্ত্বাবধানে ২০০১-২০০২ অর্থবছরে ভোকেশনাল ট্রেনিং ইনস্টিটিউটে ২ লাখ টাকা বরাদ্দ করা হয়েছিল রিপিয়ারিং করার জন্য। কিন্তু অভিযোগ পাওয়া গেছে যে, কোন রিপিয়ারিং কাজ না করেই খাতা-কলমে কাজ দেখিয়ে রিপিয়ারিং কাজ সম্পন্ন করা হয়েছে। আত্মসাৎ করা হয়েছে বরাদ্দকৃত সমুদয় অর্থ। এ ব্যাপারটিও খতিয়ে দেখা প্রয়োজন বলে পর্যবেক্ষক মহল মনে করেন।